REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৴২০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ. মুর্শিদাবাদ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

মুরারি বটিকা।

—:০:—

সর্ব্ববিধ নূতন পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরের অদ্বিতীয় মহৌষধ।

সিভিল সার্জ্জন, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও অন্যান্য ডাক্তারগণ দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত, প্রশংসিত এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। রোগের উৎপত্তি ও প্রতীকার সম্বন্ধে পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতায় স্থাপিত স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন নামক সর্ব্বোচ্চ বিদ্যালয়ের হাসপাতালে রোগীকে মুরারি বটিকা, সেবন করানয় আশ্চর্য্য ফল দর্শিয়াছে এবং মুরারি বটিকা ম্যালেরিয়ার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। ২০ বটিকার শিশির মূল্য এক টাকা মাত্র

বেঙ্গল প্রিজার্ভিং কোম্পানী

১০নং ডিহি ইটালী রোড, কলিকাতা।

১৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৪ঠা শ্রাবণ বুধবার ১৩৩৪ ইংরাজী 20th July 1927. | ১০ম সংখ্যা।

হিলিংবাম

গত ৩০ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইঁহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস. ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস একচ্ছিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷০
" " ছোট শিশি ১৸০

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে বর্ষা পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷০

ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে

কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন মুখকে সুন্দর করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন চুলকে খুব কাল করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন চিন্তাশীলের সহায়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন সবারই নিত্য প্রয়োজ

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

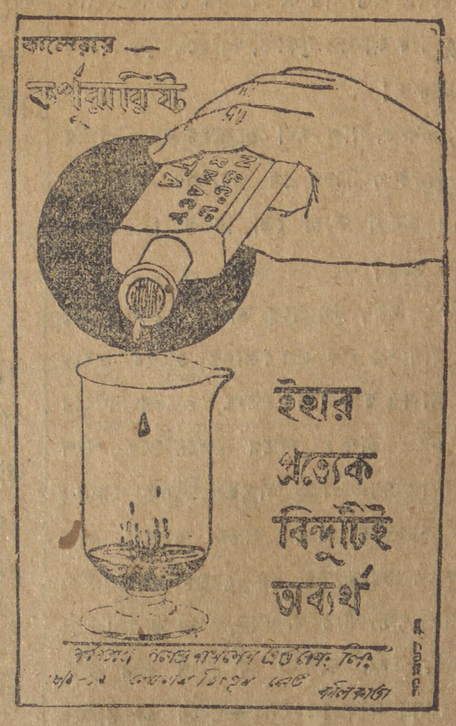

কলেরায় নিরাপদ হইতে হইলে

কর্পূরারিষ্ট ঘর করিয়া রাখা উচিত।

মূল্য আট আনা মাত্র

ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৪ঠা শ্রাবণ বুধবার ১৩৩৪ সাল।

ছেলেদের ভবিষ্যৎ।

বাঙালী বংশধর যারা, দৃষ্টিধর যারা, বড় হয়ে যারা জাতিকে বাঁচাবে, জাতির সম্পদ বাড়িয়ে তুলবে, জাতির জ্ঞান গরিমা বিশ্বের চারিদিকে যারা ছড়িয়ে দেবে—তারাই আজ দুর্ব্বল সম্বল বিহীন, দেশী বিদেশী সকল লোকের উপহাসের পাত্র।

দেশোদ্ধারের পাণ্ডা বলছেন, গোলামী বিদ্যা যেমন শিখেছ তেমন তার ফল ভোগ কর; সহরের দৌলতে যাঁরা ইমারত গড়বার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা উপদেশ দিচ্ছেন গাঁয়ে ফিরে চাষ-বাস করে দিন গুজরান কর; পণ্ডিত পাঁতি দিচ্ছেন কেতাবী বিদ্যেয় কিছু হবে না, জাত-ব্যবসায় লেগে যাও। যার যা খুসী তাই বলে যাচ্ছেন আর হাজার পাশকরা ছেলেরা মুখটি বুজে শুনছে! কিন্তু উপহাস করে, উপদেশ দিয়ে, পাঁতিতে পাণ্ডিত্য দেখিয়ে যারা মোড়লী করছেন, তাঁদের যদি বলি যে, তাঁরা আর তাঁদের পূর্ব্বপুরুষরা যে পাপ অর্জ্জন করেছেন, তারই ফল ভোগ করছে সম্পূর্ণ নিরপরাধ, আজকার এই বংশধররা তাহলে সে কথা মিথ্যে বলবার শক্তি তাদের থাকবে কি?

সত্যিই কি আজকার ছেলেরা আদৌ অপরাধী? গোলামী বলে যে বিদ্যার বালাই ঘুচাতে তুমি রাজনীতিক উপদেশ দিচ্ছ, সে বিদ্যার পরিবর্ত্তে কোনো বিদ্যা দান করবার শক্তি তোমার আছে কি? অতীতে তো সে কেরামতী দেখাবার চেষ্টা করেছ, তাতে কি বোঝনি জাত-গোলাম তুমি, এমন শিক্ষা দেবার শক্তি তোমার নেই যাতে করে বংশধরদের 'প্রভু' হবার উপযোগী করে তুলতে পারে? সহরে বসে তুমি ধনবান, উপদেশ দিচ্ছ ছেলেদের গাঁয়ে ফিরে, লাঙল ঠেলতে, কিন্তু কত ধানে কত চাল হয়, তার খবর কিছু রাখ কি, জান কি গাঁয়ের লোকের অবস্থা? কিছু জান না বোঝ না বলেই বাঙালীর বংশধরদের তোমরা শ্লেষ করতে পার—কিছু যদি জানতে বুঝতে, তা হলে বুক ঠেলে চোখ ফেটে কান্না বেরুত!

অপরাধ বি-এ, এম-এ, পাশ করা ছেলেদের নয়—তাদের যে পরীক্ষায় পাশ করতে পাঠিয়েছ সে পরীক্ষায় পাশ করে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ তারা তো দিচ্ছেই। তাদের অপরাধী বল কেমন করে?

অপরাধ করেছ তোমরা, ভুল পথে তাদের ঠেলে নিয়ে চলেছ তোমরা। স্বার্থসিদ্ধ হবে বলে তোমরা তাদের এবার বিপথে নিয়েছিলে আবার স্বার্থসিদ্ধির মতলবে তাদের ফিরিয়ে আর এক পথে নিতে চাও। আগে ভেবেছিলে পাশ করলেই পয়সা, আবার এখন ভাবছ গাঁয়ে গেলেই পয়সা। আগে ভেবেছিলে চাকরীই অর্থের অভাব ঘুচাবে, এখন ভাবছ, লাঙলের ফালে চেরা মাটির বুক থেকে রত্নপেটিকা হাতে নিয়ে সৌভাগ্য লক্ষ্মী উঠে আসবেন, তখন ভাবনি যে আপিসে ঠাঁই নেই, এমন ভাবনা যে দেশে জমি নেই, কৃষিজাত শস্যে তোমার অধিকার নেই—বেণে তা ঠকিয়ে নেয়।

তাই বলছি এই সব ভেবে দেখ, ভেবে দেখে ভবিষ্যতের কর্ম্মপন্থা স্থির কর। ছেলেদের বিপদে ঠেলে দিয়োনা।

কৃষি চাই, শিল্প চাই, বাণিজ্য চাই—এ সব কথা ঠিক; কিন্তু এ ঠিক নয় যে ছেলেরা তার সবখানিই করবে। তার অনেকখানি কাজ হবে তোমাদেরই করতে।

রাজনীতিক আন্দোলন তোমরা যারা করছ, তারা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে এম্নি রূপ দাও যাতে করে পল্লীতে [illegible]লেরা টিঁকে থাকতে পারে, এম্নি ব্যবস্থা কর যার [illegible] কৃষিক্ষেত্রের সারটুকু শোষণ করতে না পারে।

তোমরা যারা ধনকুবের আছ, তারা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার আয়োজন কর—যাতে করে সেই সব ব্যাঙ্কের সাহায্যে ছেলেরা ব্যবসায় সুরু করতে পারে। এসব কাজ আগে তোমাদের করতে হবে—তবে তোমাদের বংশধররা তোমাদের গড়া প্রতিষ্ঠানগুলি বজায় রাখবে, সেইগুলি বজায় রেখে, তাদের উন্নতি করে জাতির সম্পদ বৃদ্ধি করবে।

যদি চোখ বুজে না থাক, তাহলে একথা বলতে পার না যে, আমাদের ছেলেরা শ্রম-বিমুখ, বলতে পার না যে অপমান বোধই তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের আড়ত থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

তোমাদের অলসতায়, তোমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করবার শক্তির অভাবে জাতির চলবার পথে সে সব কাঁটার ঝোপ বেড়ে উঠেছে, আজ তোমাদেরই সেগুলি পরিষ্কার করে দিতে হবে। ন্যায়ত, ধর্ম্মত, তাই করতে তোমরা বাধ্য। তা যদি না পার, তাহলে দাঁতখিঁচিয়ে ছেলেদের উপহাস করতে এগিয়ে এসোনা। তাদের ভবিষ্যত তারাই গড়ে নেবে, তোমাদের উপদেশের অপেক্ষা তাদের করতে হবেনা।

বাঙলার মধ্যবিত্ত ছেলেদের শ্রমিক করে যারা গড়ে তুলতে চাও তারা বংশরক্ষা করতে পারবে না। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছেলেরা শ্রমিক হবেনা, হতে পারে না। কিন্তু তাই বলে তাদের শ্রমবিমুখ বলে ভুল করোনা। সে ভুল তোমাদেরই, ক্ষতি করবে, জাতির ক্ষতি করবে। শ্রম তারা করতে পারে, মগজের শ্রম-দুনিয়ার সব দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছেলেরা তাই-ই করে আর তাই করেই দেশকে ধন-ধান্যে ভরে ফেলে, আমাদের ছেলেরাও তাই-ই করবে!

ডিফেন্স পার্টি।

জঙ্গিপুর টাউনে তালা ভাঙ্গা ও কয়েকটী সিঁদ চুরি হইয়াছে। জঙ্গিপুরের সুযোগ্য মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট গত শনিবার একটী নগর-রক্ষা স্বেচ্ছাপ্রহরী দল গঠন করার জন্য সাধারণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। অনেক যুবক এই প্রহরী কার্য্য করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের নামের তালিকা গবর্ণমেণ্টের দপ্তরখানায় পাঠান হইয়াছে। প্রহরীগণের সনন্দ আসিলে কার্য্য আরম্ভ হইবে। উদ্দেশ্য মহৎ। এই গঠন কার্য্য স্থায়ী হইবে কিনা এই যা' আশঙ্কা।

কান্দী ডিফেন্স পার্টি।

সহযোগী 'কান্দী বান্ধব' লিখিতেছেন—বাঘডাঙ্গা জেমোবাজার ও রঘুনাথপুরের যুবক-পৃথক পৃথকভাবে সংবদ্ধ হইয়া রাত্রিতে গ্রামে প্রহরীর কার্য্য করিতেছিলেন। দুঃখের বিষয় রঘুনাথপুরের যুবকগণ কয়েকদিন হইতে কার্য্য বন্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা কি অবসাদ ক্লিষ্ট হইয়াই কর্ত্তব্যচ্যুত হইলেন না পরস্পর মনোমালিন্যের ফলেই এরূপ ঘটিল?

কলেরার প্রকোপ।

রঘুনাথগঞ্জ সহরে ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অনেক পল্লীগ্রামে কলেরা দেখা দিয়াছে। কয়েকটী মহাপ্রাণীও ইহধাম ত্যাগ করিয়াছে। এখনও প্রত্যহ দুই একটী করিয়া নূতন আক্রমণ হইতেছে।

সব সমান।

(প্রেরিত পত্র।)

সম্পাদক মহাশয়,

আপনাদের জঙ্গিপুরের পায়ে কোটি কোটি নমস্কার। যে দিকেই চোখ ফিরাই সেদিকেই দ্রষ্টব্য।

সেদিন ফেরিঘাটে পার হইবার সময় দেখি যে জঙ্গিপুরের পারে, ঘাটের উপরে কাহারা একখানা ছেলে-হওয়া কুঁড়ে ঘর তৈয়ারি করিতেছে। ভাবিলাম বোধ হয় কোনও বড়লোকের বাতিক—গঙ্গার বিশুদ্ধ বায়ুতে প্রসূত সন্তান ও প্রসূতির স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ঘরটী নির্ম্মিত হইতেছে। একজন পারের সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে ওটি সন্তান-প্রসবের জন্য নয়। ফেরিঘাটের ইজারাদারের কবুলিয়তের সর্ত্তমত উহা নির্ম্মিত। এতক্ষণে বুঝিলাম যে ঐ ঘরটী যদিও পারাপারের যাত্রীদিগকে সকল সময় রৌদ্র হইতে ও কোনও সময় বৃষ্টি হইতে বাঁচাইতে পারে না তবুও বলিতে হইবে ইজারাদার বুদ্ধিমান লোক। কারণ তিনি আমাদের পিতৃ-পুরুষগণের প্রাচীন নীতি "লিখে এলাম কলার পাতে প্রভৃতি"র অনুসরণ করিয়া আইন বাঁচাইয়া কাজ করিয়াছেন।

তারপর দেখি একটী স্কুলের ছেলে এক প্রকাণ্ড কাঁঠাল ঘাড়ে করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে নৌকায় উঠিল। তাহাকে কাঁঠালের কথা জিজ্ঞাসা করায় বলিল—মাষ্টার মহাশয় চাহিয়াছিলেন, তাই তাঁহার বাড়ী এটা দিতে যাইতেছি। মনে বড়ই আনন্দ হইল। পরে যখন শুনিলাম আম কাঁঠাল প্রভৃতি ফল কেন কোন কোনও মাষ্টার মশায়ের পানটী, জরদাটুকু, Morning school এর সময় চা প্রভৃতিও ছেলেদিগকে আনিয়া দিতে হয় তখন আনন্দে আত্মহারা হইলাম। ভাবিলাম আমাদের সেই প্রাচীন পাড়াগেঁয়ে গুরুমহাশয়গণের আদর্শ অতীতের অন্ধকার সবলে ভেদ করিয়া আজিকার এই সভ্যতাদৃপ্ত বিংশ শতাব্দীতেও নিজ প্রভাব বিস্তার করিতেছে! আমি মানসনেত্রে দেখিতে লাগিলাম পল্লীগ্রামের অনাবৃতদেহ পরিধেয়-সম্বল বালকবৃন্দে ভরা চণ্ডীমণ্ডপ। অদূরে বিপুল-টিকি-সমন্বিত বিরাটবপু গুরুমহাশয় জনৈক ছাত্রকে তামাক সাজিয়া আনিবার জন্য গম্ভীর গর্জ্জনে আজ্ঞা জ্ঞাপন করিতেছেন। এমন সময় "মাষ্টার মশায়, এই আপনার কাঁঠাল লইয়া যাইতেছি" শব্দে আমার ধ্যান ভঙ্গ হইল। সম্মুখে চাহিয়া দেখি—একজন ধোপদুরস্ত ভদ্রলোক, দশ আনা ছ আনা চুল ছাঁটা, না, তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া তিনি ঘাড়ের ও কাণের উপরের চুল ক্ষুর দিয়া চাঁচিয়া ফেলিয়াছেন। নৌকা পারে লাগিল। এই নবীন শিক্ষককে নমস্কার করিয়া গন্তব্য স্থানে চলিলাম।

সেদিনের "চৌরভীতি নিবারণী" সভায় অনেক মহারথীকেই দেখা গেল। দেশবন্ধুর শ্রাদ্ধসভায় যাঁহাদিগকে দেখিতে পাই নাই তাঁহাদের অনেককেই এই সভায় দেখিলাম। যে মূর্খ দেশবন্ধু ইঁহাদের জন্য সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া নিতান্ত বুদ্ধিহীনের মত শেষে জীবনটাকে পর্য্যন্ত হারাইয়াছেন সেই নির্ব্বোধের শ্রাদ্ধসভায় উপস্থিত হওয়া অধিকতর নির্ব্বোধের কাজ মনে করিয়াই যে ইঁহারা সে সভায় যান নাই তাহা জানি। তবে এইদিনের সভায় ইঁহারা আসিয়াছিলেন কেন জানি না? চোরের ভয়ে, না S. D. O. মহাশয়কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য? আজিকার মত বিদায়।

কস্যচিৎ নবাগতস্য।

ঠাকুরবাড়ীর দুর্দ্দশা।

জঙ্গিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের পূর্ব্বদিকে যে বিগ্রহ-মন্দির আছে, যাহা ৺শিয়ারাম দাস বাবাজীর ঠাকুরবাড়ী বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত, তাহার ৺বিগ্রহের সেবা কার্য্য বা মন্দির সংস্কারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার কোনও দেবোত্তর সম্পত্তি নাই। ৺বাবাজী উক্ত ঠাকুরবাড়ীতে থাকিয়া ভক্তগণে প্রদত্ত অর্থে কোনরূপে ঠাকুরদের সেবা চালাইয়া প্রসাদে দেহ রক্ষা করিতেন। তাঁহার ৺প্রাপ্তির পর পণ্ডিত বালখণ্ডী দেবশর্ম্মা উক্ত বিগ্রহের সেবার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া এতাবৎ সেবাকার্য্য চালাইতেছেন।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ এই নিত্যপূজার জন্য দূরদেশে যজমানের কার্য্যাদি করিবার জন্য যাইতে পারেন না। রঘুনাথগঞ্জ জঙ্গিপুরে যে যজমান আছে তাঁহাদের ক্রিয়াদি করিয়া দিনপাত করিতে হইতেছে। যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে তাহাতে লোকের নিজের পেট চলা ভার তার উপরে দেব কার্য্যে দান করা খুব কঠিন সন্দেহ নাই। তবুও আমরা প্রত্যেক স্বধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুকেই এই ঠাকুর বাড়ীর ও ৺বিগ্রহের সেবা কার্য্যের উপর সভক্তি দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি। একা কাহারো সাধ্যে কুলাইবে না। বহু জনের সমবেত চেষ্টায় উক্ত মন্দির ও দেবতার সেবার সুবন্দোবস্ত হইতে পারে।

অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতি কার্য্যসাধিকা।
তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ॥

নোটিশ।

এতদ্দ্বারা জেলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত থানা রঘুনাথগঞ্জের অধিন পরগণে গনকর তরফ বড় কালিয়াই ছোট কালিয়াই মৌজে রঘুনাথগঞ্জ মধ্যে নাখেরাজ খড়দীঘি, মৌজে বালিঘাটা মধ্যে নাখেরাজ খড়দীঘি, মৌজে মুকুন্দপুর মধ্যে নাখেরাজ খড়দীঘি, খাস মহালের সামিল মৌজে কালিয়াই, মৌজে মিঠিপুর মধ্যে নাখেরাজ খড়দীঘি, মৌজে জয়রামপুর মধ্যে নাখেরাজ খড়দীঘি, মৌজে ছোট কালিয়াই মধ্যে নাখেরাজ খড়দীঘি মৌজে তরফ নিজ কালিয়াই মধ্যে নাখেরাজ খড় দীঘি থানা মির্জ্জাপুর সামিল মৌজে গদাইপুর মধ্যে নাখেরাজ খড়দীঘি, মৌজে তালাই মধ্যে ও জেলা বীরভুম থানা মুরারই পরগণে কাষ্ঠনগরের অন্তগত মৌজে মিরপুর মধ্যে সাহানগর নাখেরাজ খড়দীঘি, মৌজে পাইকর মধ্যে ও মৌজে লক্ষীডাঙ্গা ভাগল প্রভৃতির প্রজাগণকে জানান যাইতেছে যে আমার ভগ্নী ৺কুমুদকামিনী দেবী আমাকে একমাত্র ওয়ারিশ রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীমান ললিত মোহন সিংহের সহিত আমার মামলা মোকর্দ্দমা বাধিবার উপক্রম হয় আমার বরাবর শ্রীমান ললিতমোহন সিংহ এক নাদাবি পত্র সম্পাদন করিয়া দিয়া তাহা রেজেষ্টরী করতঃ অন্যান্য সম্পত্তিসহ উল্লিখিত মৌজাদির ও প্রজাগণের নিকট প্রাপ্য খাজানাদির দাবি আমার বরাবর ত্যাগ করিয়াছে। আইনতঃ তাহাতে তাহার কোন স্বত্ব থাকিতেও পারে না। উক্ত শ্রীমান ললিতমোহন সিংহ বা তাহার পক্ষে কোন লোক বা ৺কুমেদকামিনী দেবীর কোন স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ উক্ত মৌজাদির প্রজাগণের খাজনা আদায়ে অধিকারী নহে। এক্ষণে প্রতাপচন্দ্র দাস ললিতমোহন সিংহের নাম দিয়া প্রজাগণের নিকট খাজনা আদায়ের চেষ্টা করিতেছে। অতএব প্রজাগণকে জানান যায় যে তাহারা যেন তাহাদের খাজানাদি আমার নিযুক্ত গোমস্তার নিকট আমার মোহরাঙ্কিত দাখিলা ব্যতিরেকে খাজনা আদায় না দেন। আমার মোহরাঙ্কিত দাখিলা ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও খাজানাদি আদায় করিলে আমি বাধ্য হইব না। তাঁহারা নিজ দায়িত্বে খাজনা দিবেন। আমি আদালত সাহায্যে খাজনা আদায় করিয়া লইব। ইতি সন ১৩৩৪ সাল তারিখ ১৯শে আষাঢ়।

শ্রীমতী ভবতারিণী দেবী।
সাং জঙ্গিপুর কালিয়াই।

জঙ্গিপুর নিবাসিনী শ্রীমতী ভবতারিণী দেবীর প্রদত্ত জঙ্গিপুর সংবাদের ১৩৩৪ সালের ১৯শে আষাঢ় তারিখের নোটীশের প্রতিবাদ।

শ্রীযুক্তা ভবতারিণী দেবী আমার মাসীমাতা হন, তিনি আমার মাতা ৺কুমুদকামিনী দেবীর ওয়ারিশ নহেন বা আইনতঃ হইতে পারেন না। আমি ৺কুমুদকামিনী দেবীর একমাত্র ওয়ারিশ পুত্র। শ্রীযুক্তা ভবতারিণী দেবী যে নাদাবী পত্র মূলে প্রজাগণের নিকট খাজানা আদায়ে আমার বা আমার স্থলাভিষিক্তগণের কোন অধিকার নাই প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বৈব ভিত্তিহীন ও অলীক। উক্ত নাদাবী পত্র বেনামী পণবিহীন কাগজী ব্যাপার মাত্র সুতরাং প্রজাগণের আমার গোমস্তা শ্রীপ্রতাপচন্দ্র দাসকে খাজনা আদায় দেওয়ার কোন আপত্তির কারণ নাই বা তাহা দিলে ভবিষ্যতে কোনও গোলযোগ হইবে না। সন ১৩৩৪ সাল ২রা শ্রাবণ।

নিঃ শ্রীললিতমোহন সিংহ।

দারুণ গ্রীষ্মে 'জবাকুসুম' বিশেষ আরামপ্রদ

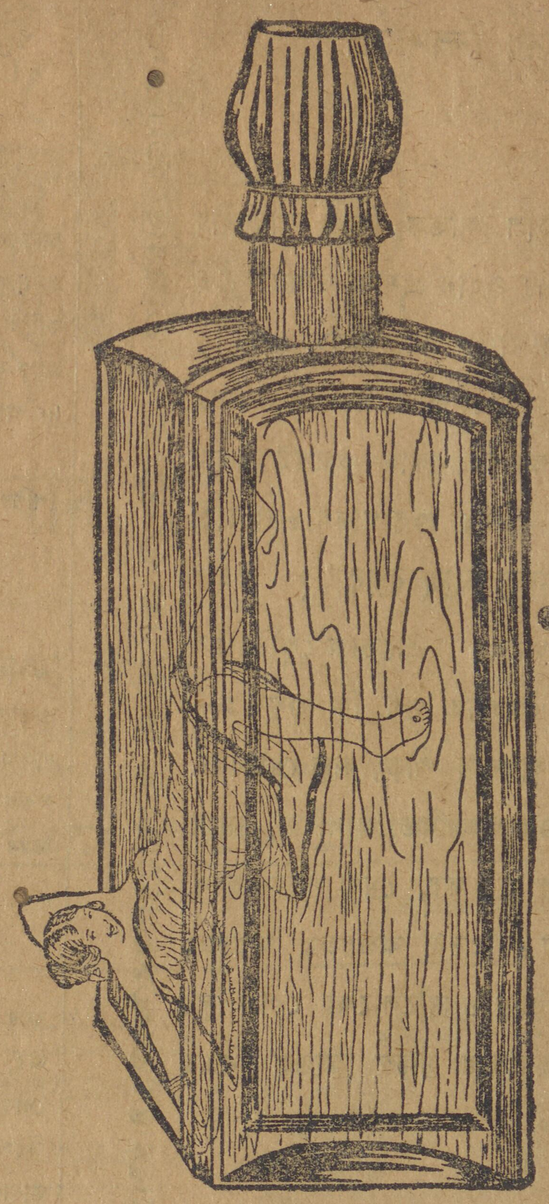

—স্নানে ও প্রসাধনে প্রত্যহ 'জবাকুসুম' ব্যবহার করিবেন—

'জবাকুসুম' প্রত্যেক বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়। সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ, ২৯ নং কলুটোলা, কলিকাতা।

কলিকাতার বহুদর্শী ডাক্তার ও কবিরাজগণ কর্তৃক বিশেষভাবে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত।

নূতন জ্বর চব্বিশ ঘণ্টায় আরোগ্য।

বেঙ্গল আয়ুর্বেদিক ওয়ার্কস
চাঁদ মার্কা পাচন

পুরাতন জ্বর তিন দিনে আরোগ্য।

দেশী গাছগাছড়া ও ধাতুঘটিত উপকরণে প্রস্তুত বলিয়াই এদেশীয় রোগীর পক্ষে এত ফলদায়ক।

যথার্থই পাঁচন—জ্বরের ব্রহ্মাস্ত্র আবার সালসার কাজ করে।

জ্বর বন্ধের পরও কয়েক দিন সেবন করিলে জ্বরের কীটাণুগুলি একেবারে নষ্ট করিয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি এবং শরীর সুস্থ ও সবল করে।

প্রতি শিশি ॥৹ আনা।] [প্রতি শিশি ॥৹ আনা।

ইহা সেবনে নূতন পুরাতন ম্যালেরিয়া, কুইনাইন আটকান, প্লীহা ও লিভারঘটিত, পালা, কম্প প্রভৃতি যে কোন প্রকারের জ্বর হউক না কেন, নির্দ্দোষভাবে আরোগ্য হয়। উপকার দেখিয়া বিস্মিত হইবেন।

চিঠি লিখিবার ঠিকানা—বসাক ফ্যাক্টরী, ৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গর্ভনিবারণ চূর্ণ।

রুগ্না বা দরিদ্র রমণীগণ ইহা ব্যবহার করিয়া যতকাল আবশ্যক তাঁহাদের গর্ভসঞ্চার বন্ধ রাখিতে পারেন। ইহাতে জরায়ু বা ডিম্বকোষ (ওভেরী) চির দিনের মত নষ্ট করে না। ঔষধ বন্ধ করিলেই আবার গর্ভগ্রহণ শক্তি জন্মে। ইহাতে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য বিন্দুমাত্রও নষ্ট হয় না, বরং যৌবন শোভা দীর্ঘস্থায়ী হয়। ব্যবস্থা পত্রে সকল গোপনীয় কথা লেখা থাকে। টিকিট দিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয়। দারিদ্র দেশে অবাধে ব্যবহারের নিমিত্ত এবং গুণ প্রচারার্থ আপাততঃ দীর্ঘকালের উপযোগী এক কৌটার মূল্য ডাঃ মাঃ সহ ১।৹ এক টাকা চারি আনা।

ঠিকানা—
মেসার্স বি, দে, এণ্ড সন্স।
পোঃ বারদী, জিলা ঢাকা।

পণ্ডিত প্রেস।

এই প্রেসে জমিদারী সেরেস্তার চেক, দাখিলা, আরজী, ওকালতনামা, নিমন্ত্রণ পত্র, বিবাহের প্রীতি-উপহার, স্কুলের প্রশ্নপত্র, বেতন আদায়ের রসিদ, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, সেটেলমেণ্টের নানারকম ফরম প্রভৃতি যাবতীয় ছাপার কাজ নূতন অক্ষরে সুলভে ও সত্বর হইয়া থাকে পরীক্ষা প্রার্থনীয়

কার্য্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত প্রেস।
রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ।)

প্রশংসার বিষয়

এই যে ৪৬ বৎসরের উর্দ্ধকাল আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসীর স্থায়ীত্ব। এই ফার্ম্মাসী ভারতের প্রধান প্রধান নগরগুলিতে ব্রাঞ্চ স্থাপন করিয়াছে। তা ছাড়া জেলায় জেলায়, এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরগুলিতেও ব্রাঞ্চ বা এজেন্ট রাখিয়া সাধারণের উপকার করিতেছে। এই ফার্ম্মাসীর কোন ঔষধেই কোন বিষাক্ত দ্রব্য নাই। একটী ঔষধ শুদ্ধ গাছগাছড়া দ্বারা তৈয়ারী। উহার নাম **'আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা'**। উহার এক কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে। প্রত্যেক কৌটা এক টাকায় বিক্রীত হয়। এই ঔষধটীর গুণ কি শুনুনঃ— ইহা সেবনে শুক্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া, ধাতু দৌর্ব্বল্য, মেহ, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, শুক্রক্ষয়জনিত মাথাধরা, মাথা ঘোরা প্রভৃতি, স্বপ্নদোষ, অকালিক ক্ষয়, মেধা শক্তির হ্রাস, বহুমূত্র প্রভৃতি পুরুষের রোগ; প্রদর, কষ্টরজঃ, স্বপ্নরজঃ প্রভৃতি জরায়ুর অন্যান্য পীড়া প্রভৃতি স্ত্রীলোকের রোগ দূর হয়। কলিকাতার ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসীতে পাওয়া যায়।

নিম্নঠিকানায়ও এই ঔষধ বিক্রয় হয়।

জঙ্গিপুর সংবাদ আফিস।

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৷৵০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৷৵০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারদদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ৷০ আট আনা, মাশুলাদি ।৶০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সলিউসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালক-দিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১৷০ দেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

বিনা অস্ত্রে আরোগ্য,

অপেরীণ।

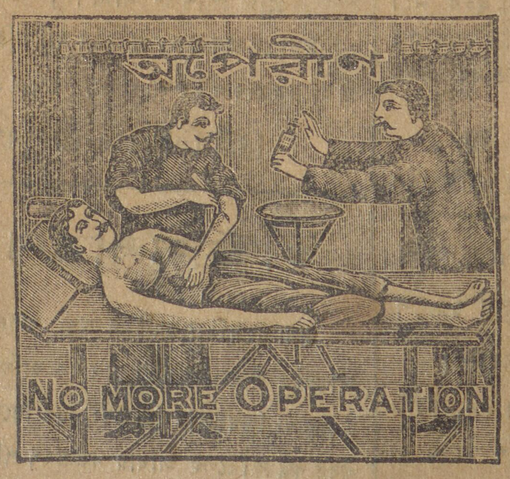

ডাক্তার বি, এন, রায় করেন আবিষ্কার,
ল্যান্সেটের খোঁচা খেতে হবে নাকো আর।
বাগী, ফোড়া, পৃষ্ঠাঘাত আদি যত রোগে,
অপারেশন করে লোক কি যন্ত্রণা ভোগে।
প্রথম অবস্থাতে যদি করেন ব্যবহার,
একেবারে বসে যাবে পাকবে নাকো আর।
পরবর্ত্তী অবস্থাতে আপনি যাবে ফেটে,
কষ্ট পেতে হবে না আর ছুরী দিয়ে কেটে।
দামও মোটে একটী টাকা মাশুল আট আনা,
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ (কলিকাতা ঠিকানা)।
ডাক্তার বি, এন, রায় এই ঠিকানায় থাকে,
ঔষধ পাইতে হইলে পত্র লিখুন তাকে।

দামোদর সুধা।

ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন ও পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ৷৶০ দশ আনা।

স্পিরিট ক্যাম্ফর

ওলাওঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ।৶০ ছয় আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ. কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।